বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম। (সংশোধিত)

নং-২৮.০৩.০০০০.০০৮.২৬.০০৫.০৭- তারিখ : ২২/০৩/২০১৮ খ্রিঃ।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান/আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি নীতিমালা - ২০১৭।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি নীতিমালা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গত ২৭/০৩/২০১৬ তারিখে বিপিসি কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালাটি বাতিল করে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো :

০২। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ :**

এই নীতিমালা *"বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান/আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির নীতিমালা – ২০১৭"* নামে অভিহিত হবে এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান/আওতাধীন কোম্পানিসমূহের সকল স্থায়ী কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদানের জন্য এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

০৩। **নীতিমালার উদ্দেশ্য :**

কোম্পানিসমূহের কার্যক্রমের ধারা উন্নততর ও আধুনিক করার লক্ষ্যে স্থায়ী কর্মকর্তাদের যৌক্তিকভাবে পদোন্নতি প্রদান করা।

০৪। **পদোন্নতি কমিটি :**

কোম্পানিসমূহে নিযুক্ত স্থায়ী কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদানে কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত নিম্নবর্ণিত দুইটি কমিটি পদোন্নতির সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

৪.১। **কমিটি নং-১ :**

উপ-মহাব্যবস্থাপক (এম-১), সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এম-২) ও ব্যবস্থাপক (এম-৩) গ্রেডে পদোন্নতির জন্য:

১)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সংশ্লিষ্ট কোম্পানি)	-	আহ্বায়ক
২)	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩)	বিপিসি'র প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪)	মহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান (সকল বিভাগ)	-	সদস্য
৫)	মহাব্যবস্থাপক (পার্সোনেল/এমপ্লয়ী রিলেশন্স)/বিভাগীয় প্রধান	-	সদস্য-সচিব।

৪.২। **কমিটি নং-২ :**

উপ-ব্যবস্থাপক (এম-৪), সহকারী ব্যবস্থাপক (এম-৫), সিনিয়র অফিসার (এম-৬), অফিসার (এম-৭) গ্রেডে পদোন্নতির জন্য :

১)	মহাব্যবস্থাপক (ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)	-	আহবায়ক
২)	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩)	বিপিসি'র প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪)	মহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান (সকল বিভাগ)	-	সদস্য
৫)	উপ-মহাব্যবস্থাপক (পার্সোনেল/এমপ্লয়ী রিলেশন্স)	-	সদস্য-সচিব।

৪.৩। কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্যে কোন কর্মকর্তার পদ শূন্য থাকলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা উক্ত সদস্যের দায়িত্ব পালন করবেন।

চলমান পাতা # ০২

৫। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে :**

৫.১ পূর্ণমান : ১০০ নম্বর।

৫.২ বিভিন্ন পদ সমূহে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জনের ন্যূনতম মান :

(ক) মহাব্যবস্থাপক (গ্রেড স্পেশাল এম-১)	:	৮০ নম্বর
(খ) উপ-মহাব্যবস্থাপক / সহকারী-মহাব্যবস্থাপক / ব্যবস্থাপক (গ্রেড→ এম-১/ এম-২/ এম-৩)	:	৭৫ নম্বর
(গ) উপ-ব্যবস্থাপক/ সহকারী ব্যবস্থাপক/ সিনিয়র অফিসার/ অফিসার (গ্রেড→এম-৪/ এম-৫/এম-৬/এম-৭)	:	৭০ নম্বর

৬। **৫.১ এর মোট নম্বরের বন্টন নিম্নরূপ হবে :**

ক) বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) (এসিআর-এ প্রাপ্ত নম্বরের ৫০%)	:	৫০ নম্বর
খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত জ্ঞান	:	৩০ নম্বর
গ) অভিজ্ঞতা, বিভাগীয় শৃঙ্খলা ও সার্ভিস রেকর্ড	:	২০ নম্বর

৬.১। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন : পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্ব স্ব কোম্পানির চাকুরী বিধির তফসিলে বর্ণিত সময়ের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের প্রাপ্ত নম্বরের গড় বিবেচনা করতে হবে ।

৬.২। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত জ্ঞান : কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্র অনুযায়ী ৬(খ) এর বিপরীতে পদোন্নতি কমিটি নম্বর বন্টন করবে। নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত জ্ঞান বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পেশাগত জ্ঞানকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কোন পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত আছে, নম্বর বন্টনের ক্ষেত্রে ঐ শিক্ষাগত যোগ্যতা পর্যন্তই নম্বর বন্টনের জন্য বিবেচিত হবে। নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার বেশি যোগ্যতা থাকলেও তা পদোন্নতির ক্ষেত্রে নম্বর প্রদানের সময় বিবেচনায় নেয়া যাবে না। পেশাগত জ্ঞান সংক্রান্ত নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কর্মকালকে বিবেচনায় না রেখে কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬.৩। অভিজ্ঞতা, বিভাগীয় শৃঙ্খলা ও সার্ভিস রেকর্ড : কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্র অনুযায়ী ৬(গ) এর বিপরীতে পদোন্নতি কমিটি কর্তৃক নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা, সার্ভিস রেকর্ড, বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে কোন বিরূপ মন্তব্য (যদি থাকে) ও সার্বিক কর্মকান্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে।

৭। পদোন্নতির যোগ্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চাকুরী প্রবিধানমালা মোতাবেক আবশ্যকীয় বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ও নির্ধারিত যোগ্যতা বিবেচনা করতে হবে। অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠনের মাধ্যমে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক মামলা চালু থাকা অবস্থায় কেউ পদোন্নতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৮। **পদোন্নতি অনুমোদন :**

৮.১) এম-৭, এম-৬, এম-৫ ও এম-৪ গ্রেডে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি কমিটির সুপারিশ এর পর কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন প্রদান করবেন।

৮.২) এম-১, এম-২ ও এম-৩ গ্রেডে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিষয়ে কমিটির সুপারিশ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

৮.৩) মহাব্যবস্থাপক (স্পেশাল এম-১) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতির প্রস্তাব কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক যাচাই বাছাই ও সুপারিশের পর সুপিরিয়র সিলেকশন কমিটির বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

চলমান পাতা # ০৩

৯। **পদোন্নতির যোগ্যতা :**

গ্রেড/পদ	পূর্বতন পদে অভিজ্ঞতা	
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ন্যূনতম ২ বৎসর সহ নির্বাহী পদে ১৮ বৎসর*	
স্পেশাল এম-১ (মহাব্যবস্থাপক)	ন্যূনতম ৩ বৎসর	
এম-১ (উপ-মহাব্যবস্থাপক)	ন্যূনতম ৩ বৎসর	
এম-২ (সহকারী-মহাব্যবস্থাপক)	ন্যূনতম ৩ বৎসর	
এম-৩ (ব্যবস্থাপক)	ন্যূনতম ৩ বৎসর	*** ন্যূনতম ৫ বছর
এম-৪ (উপ-ব্যবস্থাপক)	ন্যূনতম ৩ বৎসর	
এম-৫ (সহকারী-ব্যবস্থাপক) **	ন্যূনতম ৩ বৎসর	**** ন্যূনতম ৫ বছর
এম-৬ (সিনিয়র অফিসার)	ন্যূনতম ৩ বৎসর	
এম-৭ (অফিসার)	ন্যূনতম ৩ বৎসর	
এম-৮ (জুনিয়র অফিসার)	ন্যূনতম ৫ বৎসর (নন-ম্যানেজমেন্ট থেকে ২৫%)	

* এক্ষেত্রে নির্বাহী পদে বলতে সহকারী ব্যবস্থাপক (এম-৫ গ্রেড) হতে ১৮ বৎসর বুঝানো হয়েছে।

** এম-৩ ও তদূর্ধ গ্রেডে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম গ্রাজুয়েট/স্নাতক হতে হবে।

*** ইআরএল'র ক্ষেত্রে এম-৪ গ্রেড না থাকায় এম-৫ হতে এম-৩ গ্রেডে পদোন্নতির জন্য সমন্বিত চাকুরীকাল প্রযোজ্য।

**** ইআরএল'র ক্ষেত্রে এম-৬ গ্রেড না থাকায় এম-৭ হতে এম-৫ গ্রেডে পদোন্নতির জন্য সমন্বিত চাকুরীকাল প্রযোজ্য।

১০। **পদোন্নতির মানদন্ড হিসেবে নিম্নোক্ত শর্ত অনুসৃত হবে :**

১০.১) কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিগত ৩ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (ইআরএল'র এম-৫ ও এম-৭ গ্রেডের কর্মকর্তাদের পরবর্তী গ্রেডে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিগত ৫ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন), কর্মদক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেধার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠতা পদোন্নতির মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে না।

১০.২) অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর শূন্য পদের বিপরীতে পদোন্নতি বিবেচিত হবে।

১০.৩) পদোন্নতি কমিটি প্রত্যেক কর্মকর্তার বিবেচ্য সময়ের এসিআরসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে।

১০.৪) এম-১ গ্রেড পর্যন্ত পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্ব-স্ব বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে স্পেশাল এম-১ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সকল বিভাগের এম-১ গ্রেডের পদ ফিডার পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১১। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে। বিপিসি কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় এ নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে।

(কাজী মোহাম্মদ [illegible])
সচিব
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন